কেদার রায়

(স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জ্জিত শিশু-নাটক)

'ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড'-এর অনুবাদক

শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

এপ্রিল
১৯৫৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
৮০ পয়সা

চরিত্র-পরিচয়

কেদার রায়	বিক্রমপুরের রাজা
চাঁদ রায়	ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
নারায়ণ রায়	ঐ রাজকুমার
মুকুট রায়	ঐ সেনাপতি
শ্রীমন্ত	রাজকর্ম্মচারী
কালু	রাজার অনুগৃহীত দেহরক্ষী
ঈশা খাঁ	খিজিরপুরের নবাব
ফজলু খাঁ	ঐ মন্ত্রী
কার্ভালো	পর্ত্তুগীজ দস্যুসর্দ্দার
মানসিংহ	সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি
রেজাক খাঁ	মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ

রাজপুরোহিত, ভিখারী, চর,

সৈনিক, প্রহরী

ইত্যাদি

প্রস্তাবনা

নমো নমো নমো জন্মভূমি গো,
জননী ভারতবর্ষ !

উদিবে তোমার দীপ্ত বয়ানে আবার কত না হর্ষ !
রবি শশী সপ্ত ঋষি কত দীর্ঘ দিবা নিশি
করিল তোমারে আহ্বান,
ভেদি সিন্ধু জলরাশি যেদিন উঠিলে আসি
স্বরগে স্বরগে হল শুভ জয়গান।

সন্তান তব বুদ্ধ শঙ্কর, ঊর্দ্ধে তোমার শির,
বক্ষ জুড়িয়া পুণ্যদায়িনী বহিছে অমৃত নীর।
মহিমা তোমার রবে না সুপ্ত,
হবে না হবে না কখন লুপ্ত,
আসিবে আবার প্রতাপ কেদার
আসিবে চন্দ্রগুপ্ত,—
বাজিবে আবার বিজয় বিষাণ
আসিবে বাপ্পা পুত্ত।
নমো নমো নমো জন্মভূমি গো,
জননী ভারতবর্ষ !
উদিবে তোমার দীপ্ত বয়ানে আবার কত না হর্ষ !

কেদার রায়

—০—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মহারাজ কেদার রায় ও মন্ত্রী। মহারাজ একটু চিন্তিত। বাহির হইতে কোলাহলের রেশ ভাসিয়া আসিতেছে]

কেদার। বাইরে এত কোলাহল কিসের মন্ত্রী?

মন্ত্রী। মহারাজ যদি অভয় দেন ত' বলি।

কেদার। কেন? প্রজারা কি বিদ্রোহী হল?

মন্ত্রী। (ইতস্ততঃ করিয়া) আজ্ঞে, এখনও হয়নি। তবে—পরে কি হয় বলা যায় না।

কেদার। বটে। আমার শাসনে কি কোথাও কিছু অন্যায় চ'লে আসছে?

মন্ত্রী। না মহারাজ, আপনার কেন, বড় রাজার আমল থেকেই প্রজারা মনের সুখে বসবাস ক'রে আসছে। রাজ-সরকারে একটি কড়ি কোনদিন খাজনা বাকী পড়ে না, রাজ-দরবারে কেউ কখন কোন অভিযোগ নিয়েও আসে না। কিন্তু—

কেদার। থামলে কেন মন্ত্রী?

মন্ত্রী। আজ তাদের মনে বড়ই আঘাত লেগেছে। কোথা থেকে একদল পর্ত্তুগীজ বোম্বেটে এসে তাদের দুর্দ্দশার একশেষ করছে। যে গ্রামে এই দস্যুদল ঢুকছে সে গ্রাম জ্বালিয়ে, শস্য লুঠ ক'রে গ্রামবাসীদের আশ্রয়হীন অন্নহীন ক'রে চ'লে যাচ্ছে। সেই সব ক্ষুধার্ত্ত গ্রামবাসীর কোলাহল আজ রাজধানীতে এসে পৌঁছেছে। তারা চাইছে একটু আশ্রয় আর একমুঠো অন্ন।

কেদার। বটে! যাও মন্ত্রী, একবার কুমারকে ডেকে নিয়ে এস। জরুরী দরকার।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

কেদার। (অনুচ্চস্বরে) কী আপদ! একদিকে মানসিংহ মোগলসৈন্য দিয়ে হানা দিয়েছে, সে যুদ্ধে কি হবে কে জানে—অন্যদিকে আবার এই পর্ত্তুগীজ দস্যুর আবির্ভাব! এখন দু'দিক সামলাই কি ক'রে? মোগলদের সঙ্গে লড়তে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু তার আগে এই দস্যুদলকে দমন করতেই হবে! আজ যদি সামান্য একদল দস্যুকে দমন করতে না পারি, তাহ'লে দেশের লোক আমার ওপর আস্থা রাখ্‌বে কি ক'রে?—তাদের মনেই বা আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প জাগবে কি ক'রে?

(মন্ত্রী ও নারায়ণ রায়ের প্রবেশ)

নারায়ণ। বাবা, আমাকে ডেকেছেন?

কেদার। হাঁ, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

নারায়ণ। শিকার থেকে এই ত' ফিরছি।

কেদার। এখনই তোমাকে একটা কাজের ভার নিতে হবে। তুমি কি খুব শ্রান্ত?

নারায়ণ। না বাবা। আজ একটা হরিণ, জান বাবা, এমন ছুট্ ছুটিয়েছে যে, গা-হাত-পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছে। কালু দাদা ত' গাছতলায় ব'সে হাঁপাতে লাগল। ওর জারিজুরি খালি তীর-ধনুকে!

কেদার। শোন। আজ তোমাকে একটা কঠিন কাজের ভার নিতে হবে। কালুকে নিয়ে এখনই তুমি বেরিয়ে যাও। মেঘনার ধারে ধারে বনবাদাড় খুঁজে বার করবে পর্ত্তুগীজ শয়তান কার্ভালোকে। তাকে বন্দী ক'রে আমার কাছে নিয়ে আসবে। জীবন্ত বা মৃত যে কোন অবস্থায় তাকে আমার চাই! পারবে ত'?

নারায়ণ। আপনার আশীর্ব্বাদ পেলে নিশ্চয়ই পারব বাবা।

কেদার। বেশ! আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি তোমাকে, কৃতকার্য্য হ'য়ে সগৌরবে ফিরে এস। যাও—

(নারায়ণ প্রথমে পিতার ও পরে মন্ত্রীর পদধূলি লইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—গাছতলা। শ্রীমন্ত ও জনৈক ভিখারী]

(ভিখারীর গান)

ওরে আগুন আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই ;
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
মূর্ত্তি দেখি নাই ॥
তুমি দু-হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছো আজ কিসের গানে।
একী আনন্দময় নৃত্য অভয়
বলিহারি যাই ॥
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল যাবে স'রে—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ী
দিবি রে ছাই ক'রে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচ্‌বে রঙ্গে,
সকল দাহ মিট্‌বে দাহে
ঘুচ্‌বে সব বালাই ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(গান শেষ হইল)

শ্রীমন্ত। সংসারে তোমার কে আছে ভাই?—ছেলে, মেয়ে, পরিবার?

ভিখারী। ভগবান ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

শ্রীমন্ত। একদিন ত' ছিল ?

ভিখারী। একদিন যিনি দিয়েছিলেন আর একদিন তিনিই নিয়ে নিলেন। যাঁর জিনিস তিনি যদি ফিরিয়ে নেন, তাতে দুঃখ করবার ত' কিছু নেই ভাই।

শ্রীমন্ত। কিন্তু, একজনের জিনিস অপরে যদি ছিনিয়ে নেয় ?

ভিখারী। যদি তুমি দুর্ব্বল হও, নিজের জিনিস নিজে রক্ষা করতে না পার, ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজা—তাঁর কাছে অভিযোগ জানাবে।

শ্রীমন্ত। আর রাজা যদি নিজেই এ কাজ করে ?

ভিখারী। রাজার রাজা যিনি তাঁর কাছে অভিযোগ জানাবে। তাঁর ন্যায়বিচার থেকে এড়িয়ে যাওয়া বড় কঠিন।

শ্রীমন্ত। আর - নিজের হাতে বিচারের ভার যদি গ্রহণ করি ?

ভিখারী। না—না। তাতে অরাজকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তাতে যে আগুন জ্বলবে সেই আগুনে সকলেই পুড়ে মরবে। কেউ রক্ষা পাবে না! কেউ না—

শ্রীমন্ত। আমি তাই চাই। আমি চাই এমন একটা আগুন জ্বলে উঠুক, যে আগুন আমার বুকের আগুনের চেয়ে জ্বালাময়ী। আর সেই আগুনের লেলিহান শিখা যখন আমার চোখের সামনে একটি একটি ক'রে নির্ব্বিচারে

গ্রাস ক'রে চলবে তখন আমার বুকের আগুন ঠাণ্ডা হবে। আমি হাসব—আমি কাঁদব—আর প্রাণ খুলে বলব, হয়েছে—বেশ হয়েছে · বেশ হয়েছে—হাঃ হাঃ—হাঃ!

ভিখারী। তোমাকে দেখে বড় উতলা ব'লে মনে হচ্ছে ভাই! বেলা বেড়ে চলেছে, এখন ঘরে যাও।

শ্রীমন্ত। ঘর কি আর আছে রে ভাই। তোমার মত আমিও যে ভবঘুরে। হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন মিলেছে বল দেখি, তোমারও ঘর নেই, আমিও ঘুরে বেড়াই। আমার স্থান ছিল রাজবাড়ীতে, কিন্তু আজ আমি ঘুরে বেড়াই পথে পথে।

ভিখারী। আপনিই কি রাজকর্ম্মচারী - শ্রীমন্ত সর্দ্দার?

শ্রীমন্ত। একদিন ছিলাম তাই। তখন আমার প্রাণের পুতলী মা জগদ্ধাত্রী ঘরে ছিল।

ভিখারী। হাঁ, শুনেছিলাম বটে শ্রীমন্ত সর্দ্দারের মেয়েকে দস্যুরা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে সেও যেন কি রকম হ'য়ে গেছে!

শ্রীমন্ত। ফিরে এসেছিল, মা আমার ফিরে এসেছিল! দস্যুসর্দ্দার নিজের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, এ পবিত্র কুসুম দেবতার পায়ে শোভা পায়। আমরা এর মর্ম্ম কি বুঝব? মা আমার ক'দিন জলস্পর্শ করেনি। আমি আত্মহারা হ'য়ে পড়লুম। মাকে বুকে টেনে নিতে গেলুম। কিন্তু কোত্থেকে যমদূতের মত ছুটে এল রাজ-

পুরোহিত। বল্লে, শ্রীমন্ত, সমাজের বিধান তোমাকে মানতে হবে। এ মেয়েকে তুমি ঘরে নিতে পারবে না। রাজপুরোহিতের সেই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে আমি জ্ঞান হারালুম। যখন চৈতন্য ফিরে পেলুম তখন দেখি সব ফাঁকা। মা আমার নেই। তারপর মহারাজের পায়ে ধ'রে কত কাকুতি মিনতি করলুম। বললুম, মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্য, চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাকব। আমি সমাজ চাই না। ভৃত্যের আবার সমাজ কি হবে? চাই শুধু আমার মাকে। মহারাজ পা ছাড়িয়ে নিতে চাইলেন। আমি আরো জোরে চেপে ধরলুম। মহারাজ যত জোরে পা ছাড়িয়ে নিলেন ঠিক তত জোরেই আমার বুকে ব্যথা লাগল। আমি উঃ ব'লে ব'সে পড়লুম। মহারাজ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দেখলুম যেন দু'ফোঁটা চোখের জল তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে এল। তারপর—তারপর কতদিন কোথায় ছিলুম বলতে পারি না। লোকে আমায় বলে পাগল। আমি ত' পাগল—আমি ত' পাগল—হাঃ হাঃ হাঃ!!

তৃতীয় দৃশ্য

[কার্ভালোর সন্ধানে নারায়ণ রায়। স্থান—মেঘনা নদীর তীর।
দলে দলে গ্রামবাসী স্থানত্যাগ করিতেছে]

নারায়ণ। তোমরা সব কোথায় চলেছ ?

১ম গ্রামবাসী। এখন আমাদের কথা বলার সময় নেই বাপু বেলা প'ড়ে এল।

নারায়ণ। (২য় গ্রামবাসীর প্রতি) কোথায় চলেছ তোমরা ?

২য় গ্রামবাসী। কোথায় আর যাব ? যমের বাড়ী যাচ্ছি— জান না যেন কিছু ?

নারায়ণ। স'ত্যি ভাই, কিছু জানি না।

২য় গ্রামবাসী। সাহেব ডাকাত, সাহেব ডাকাত।

নারায়ণ। ওঃ, তুমি কার্ভালোর কথা বলছ ?

১ম গ্রামবাসী হাঁ হাঁ, সন্ধ্যে হ'লেই মশাল জ্বালিয়ে গ্রামে ঢুকবে আর লুটপাট আরম্ভ করবে।

নারায়ণ। তোমরা একজোট হ'য়ে তাকে বাধা দিতে পার না ? নির্ব্বিবাদে অত্যাচার সহ্য ক'রে যাচ্ছ ? জীবনের ভয় তোমাদের এত বেশী ?

২য় গ্রামবাসী। বাধা দিতে যারা পারত জীবনের ভয়ে তারা পিছিয়ে আসেনি। কিন্তু তাদের মনে ভরসা যোগাবার কেউ নেই ব'লে তারা পিছিয়ে এসেছে। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবার ভার যাঁর ওপর তিনিই যদি

সাড়া না দেন, সামান্য চাষী প্রজারা কি করতে পারে? তাই ত' আমরা যাচ্ছি দলে দলে রাজধানীর দিকে। দেখি, রাজার ঘুম ভাঙে কিনা!

নারায়ণ। আচ্ছা ভাই, ডাকাতরা কি রোজ আসে? কোন্ পথ দিয়ে তারা আসে বলতে পার?

২য় গ্রামবাসী। ডাকাতের আবার পথ ঠিক করা থাকে নাকি? এই মেঘনার তীরে জাহাজ নোঙর করবে—আর হৈ হৈ ক'রে ছুটে আসবে। প্রথমে চার-পাঁচ জন, পরে পিল্ পিল্ ক'রে। এই বেলা স'রে পড় তুমি ছেলেমানুষ, তোমার এ সব কথায় দরকার কি? ওদিকে আঁধার হ'য়ে আসছে।

(সন্ধ্যা হয় হয়—স্থানটি নির্জ্জন হইয়া আসিল। তীর-ধনুক হাতে কালু সর্দ্দারের প্রবেশ)

কালু। এই যে কুমার, আমি তোমায় কত খুঁজছি। এখন কি করা যায়? আঁধার হ'য়ে আসছে। আজ বরং ঘরে ফেরা যাক। ডাকাতের খোঁজ কাল করলেই চলবে।

নারায়ণ। না কালুদা, আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, যতক্ষণ না আমার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে, ততক্ষণ আমার বাড়ী ফেরা হবে না।

কালু। তা'হলে তুমি কি এই নদীর ধারে সারারাত ডাকাত খুঁজে বেড়াবে? পাশেই বন, একটু পরে বাঘ ভালুক বেরুবে। ডাকাতের দেখা পাবার আগেই তাদের পেটে যেতে হবে যে!

নারায়ণ। কালুদা, ভেবে দেখ, আমরা যে জীবটির সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি সে বাঘ ভালুকের চেয়ে কম সাংঘাতিক নয়। তার সঙ্গেই যখন মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছি, তখন বাঘ ভালুক ত' কোন্ ছার!

কালু। বেশ, তা'হলে তাই হোক। আমি আমাদের সৈন্যদের ঐ বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে ব'লে এসেছি। আমাদের বাঁশীর আওয়াজ শুনলেই তারা ছুটে আসবে। আমরা বরং ঐ গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।

নারায়ণ। বেশ, চল।

(নারায়ণ ও কালু সর্দার গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে কার্ভালোকে সেই দিকে আসিতে দেখা গেল। নারায়ণ কালু সর্দারের গা টিপিল)

নারায়ণ। (ফিস্ ফিস্ করিয়া) ঐ আসছে! জয় মা ভবানী! ডাকাতটা একাই আছে দেখছি। কালুদা, বাঁশী বাজাও।

(কালু বাঁশীতে ফুঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে একদল সৈন্য আসিয়া কার্ভালোকে ঘিরিয়া ফেলিল)

কার্ভালো। হামিও বাঁশী বাজাইটে পারে। টুমরা কে আছে?

(নারায়ণ আগাইয়া আসিল)

নারায়ণ। সাহেব, তোমার হাতিয়ার আর তলোয়ার আমাকে দাও। নইলে···কালুদা —

(তীর-ধনুকের সঙ্কেত করিল)

কার্ভালো। টুমি কে আছে?

নারায়ণ। জবাব পরে দেব— আগে আমার কথামত কাজ কর।

কার্ভালো। এই হামি হ্যাণ্ডস্ আপ করিটেছে। এখোন বোলো টুমি কে আছে?

নারায়ণ। আমি নারায়ণ রায়। মহারাজ কেদার রায়ের পুত্র।

কার্ভালো। ও মাই গড্! তুমি কেডার রায়ের পুট্র আছে? টবে টো টুমি খুব বীর আছে। আমার সাঠে তলোয়ার লড়িটে পারিবে?

(নারায়ণ খাপ হইতে তলোয়ার খুলিল

কার্ভালো। হামি হাট্ নামাইটে পারে?

নারায়ণ। হাঁ সাহেব, তুমি হাত নামাতে পার। কিন্তু পিস্তলে হাত দিয়েছ কি……কালুদা—

কালু। হাঁ, আমিও প্রস্তুত কুমার।

(কার্ভালো তলোয়ার বাহির করিল। দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল)

কার্ভালো। (তরবারি ফেলিয়া দিয়া) বালক, টুমি আমাকে মুগ্ঢ করিয়েছে। এটো ছোট বয়সে এটো ভাল খেলা টুমি কি করিয়ে শিখিয়েছে?

নারায়ণ। কার্ভালো, তুমি আমার বন্দী। তোমাকে দরবারে যেতে হবে।

কার্ভালো। হামি নিজেই যাইটেছে। কিং কেডার রায়কে হামি ডেখিটে চাহে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—বিক্রমপুরের রাজসভা। কেদার রায় ও ঈশা খাঁ]

কেদার। সামনে বড়ই বিপদ, খাঁ সাহেব! এই মাত্র খবর পেলাম মোগল বাঙলা আক্রমণ করবার জন্য খুব তোড়জোড় করছে।

ঈশা। তাতে আর নতুন বিপদ কি আছে মহারাজ? আর একবার না হয় মোগলদের সঙ্গে মুলাকাৎ হবে। এবার বোধ হয় সেনাপতি মানসিংহ নিজেই আসবেন!

কেদার। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন খাঁ সাহেব। সম্রাট্ আকবর মানসিংহের ওপর আদেশ জারী করেছেন যে, তিন মাসের মধ্যেই বাঙলা মোগলদের হাতে আসা চাই।

ঈশা। হুঁ—ঠিক দিল্লীর লাড্ডুর মত—দু' আঙুলে ধরবে আর টপ্ ক'রে গিলে ফেলবে। এক লোঠা পানিকা ওয়াস্তা—কি বলেন মহারাজ?—আগে কোন্ পথ দিয়ে আসবে তাই ঠিক করুক।

কেদার। তা বটে। সব দিকেই আমাদের ঘাঁটি রয়েছে। কেবল সন্দ্বীপ দ্বীপটা মোগলেরা দখল ক'রে রয়েছে, তাই জলপথে একটা ভয় রয়ে গেছে।

(বন্দী কার্ভালো সহ নারায়ণ রায়ের প্রবেশ)

নারায়ণ। পিতা, দস্যুসর্দ্দার কার্ভালোকে আমি বন্দী করে এনেছি।

(ঈশা খাঁ ও কেদার রায় দু'জনেই দস্যুর দিকে কটাক্ষ করিলেন)

ঈশা। তুমিই পর্ত্তুগীজ শয়তান কার্ভালো? তোমাকে কুত্তা দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে খাওয়ানো উচিত।

কার্ভালো। জানিটাম কেডার রায় বীর। বন্‌ডী হ'লেও বীরের মর্য্যাডা দিটে জানে। এখোন্‌ ডেখিটেছে মহারাজ কাউয়ার্ড—ভীরু।

কেদার। বটে! বন্দী দস্যুর মুখে এ কথা শোভা পায় না।

কার্ভালো। আগে হামি জানিটে চাহে—কে মহারাজা কেডার রায়? হামি কি মহারাজের সাঠে কোঠা বলিটেছে?

কেদার। হাঁ, আমিই কেদার রায়। তোমার কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎ চাই।

কার্ভালো। ক্রিটোকর্ম্ম হামি জানে না। হামার সাঠে বাঙ্‌লা মুলুকের মহারাজার ডেখা মিলে নাই। টাহার সাথে ডেখা করবে লিয়ে বহুট্‌ চেষ্টা করিয়েছে।

কেদার। তাই বুঝি নিরীহ প্রজাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে মনের আনন্দে লুটপাট ক'রে যাচ্ছিলে?

কার্ভালো। ঝুটা বাত্‌! হামি ডুটো মোশাল জ্বালিয়ে বোয়্‌ ডেখাইয়াছিল। বোয়্‌ পেয়ে সোবাই পালাটে লাগ্‌লে হামি কি করবে? টবে খাবার লিয়ে কুছু কুছু ফসল হামি লুঠিয়েছে। কুছু খোটি হোয়নি মহারাজ। একঠো আডমী আনিয়া দাওটো রাজা, যাকে হামি অট্যাচার করিয়েছে।

কেদার। বটে! তোমার উদ্দেশ্য কি?

কার্ভালো। মহারাজের সাঠে ফ্রেণ্ড্‌সিপ করিয়ে বাঙ্‌লা মুলুকে একঠো পর্টুগীজ উপনিবেশ বানাইটে চাহে।

কেদার। তুমি কি ভাবে বন্ধুত্ব করতে চাও?

কার্ভালো। সোল্‌জার মিল্‌বে। বালো বালো সোল্‌জার হামার আছে। সোবই মহারাজের কাজে জান কবুল করিবে।

কেদার। বন্দী, তুমি নিজেকে খুব বড় একটা বীর ব'লে মনে করছ। অবশ্য তোমার একটা বীরোচিত উদ্দেশ্যও আছে। আমি তোমার উদ্দেশ্য সফল করতে পারি, কিন্তু এক সর্ত্তে—

কার্ভালো। সর্‌টো কাহাকে কহে রাজা?—কন্‌ডিশান্‌? বহুট্‌ খুব – হামি আপনার কন্‌ডিশান্‌ মানিয়ে লইবে।

কেদার। সন্দ্বীপ চেন?

কার্ভালো। হাঁ, নাম শুনিয়েছে, ম্যাপ্‌ ডেখিলে চিনিটে পারিবে।

কেদার। সন্দ্বীপ এখন মোগলের অধিকারে। তুমি যদি ঐ দ্বীপ অধিকার করতে সাহস কর, তাহলে আমি তোমাকে নৌ-সেনাপতি পদে নিযুক্ত করতে রাজী আছি।

কার্ভালো। বুঝিয়েছে রাজা, লেকিন হামার উপনিবেশ—

কেদার। সেখানেই তোমার রাজ্য স্থাপন করতে পারবে। রাজসরকারে নামমাত্র খাজনা দেবে। আর যুদ্ধবিগ্রহের সময় আমাকে সাহায্য করবে।

কার্ভালো। বহুট্‌ আচ্ছা রাজা, হামি এখনই যাইটেছে।

(উল্লসিত মনে কার্ভালোর প্রস্থান)

কেদার। (নারায়ণের প্রতি) নারায়ণ, তুমি আমার আদেশ পালন করতে পেরেছ বলে আমি খুব খুশী হয়েছি; আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি জীবনের প্রত্যেক যুদ্ধে তুমি জয়ী হও।

(পিতার পদধূলি লইয়া নারায়ণের প্রস্থান)

ঈশা। আমার ওপর কি কাজের ভার দিলেন মহারাজ ?

কেদার। (ঈষৎ হাসিয়া) কার্য্যকালে দেখা যাবে কোন্ কাজটা খাঁ সাহেবের আর কোন্ কাজটাই বা আমার নিজের।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—খিজিরপুরের নবাব-প্রাসাদ। প্রাসাদের সম্মুখে ব্রাহ্মণবেশে শ্রীমন্ত]

প্রহরী। কি চাও তুমি ব্রাহ্মণ ?

শ্রীমন্ত। নবাব সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই ভাই। জরুরী দরকার।

প্রহরী। দাঁড়াও। আমি নবাব সাহেবের অনুমতি নিয়ে আসি।

(প্রহরীর প্রস্থান)

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) চাঁদ রায়ের বিধবা মেয়ে স্বর্ণমালা। বড় সম্মান করে আমাকে। কাল নদীতে নাইতে যাবে। আমাকে

সঙ্গে যেতে হবে। চুপি চুপি খবর পাঠিয়েছে। কেউ জানবে না। শ্রীমন্ত, বড় সুযোগ তোমার সামনে! এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। একবার নবাবের অন্তঃপুরে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই—কিস্তীমাৎ। উঃ! কি জ্বালা! কে বুঝবে? চাঁদ রায়, কেদার রায়! আমিও দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলব। টপ্ টপ্ ক'রে পড়বে।

(প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

প্রহরী। কি বিড় বিড় ক'রে বকছ ঠাকুর? নবাব সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

শ্রীমন্ত। চল, চল প্রহরী। আমার কাজ মিটলে তোমায় আমি প্রচুর বক্‌সিস দেব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সিংহাসনে নবাব ঈশা খাঁ বসে আছেন। প্রহরীর সঙ্গে শ্রীমন্ত প্রবেশ করিল]

শ্রীমন্ত। নবাব ঈশা খাঁ, সমুদয় কুশল ত?

ঈশা। কে আপনি? আপনার আগমনের উদ্দেশ্যই বা কি?

শ্রীমন্ত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নবাবের অনুগ্রহপ্রার্থী।

ঈশা। কি চান আপনি? ভূমি, অর্থ, শস্য, গোধন, কি আপনার প্রয়োজন?

শ্রীমন্ত। নবাবের উপযুক্ত কথাই আপনি বলেছেন।

কিন্তু আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ধনদৌলতে আমার কি হবে? সারাদিন ভিক্ষা ক'রে যা পাই তাতেই আমাদের বাপ বেটির চ'লে যায়।

ঈশা। তবে আপনি কি চান?

শ্রীমন্ত। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুরাশা···

ঈশা। বলুন ব্রাহ্মণ, আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে।

শ্রীমন্ত। নবাব সাহেব, আমার একটি পালিতা কন্যা আছে। রূপে গুণে মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা! বিধাতা বুঝি মাকে নির্জ্জনে বসেই সৃষ্টি করেছিলেন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তীর্থ পর্য্যটনে যাব। এ রত্ন কোথায় রেখে যাব?

ঈশা। উপযুক্ত পাত্র দেখে তার বিবাহ দিন। বিবাহের ব্যয়ভার আমি গ্রহণ করব, ব্রাহ্মণ!

শ্রীমন্ত। বড় পরিতুষ্ট হলাম। নবাব যখন এতই অনুকম্পা করলেন তখন একটি সুপাত্র সন্ধানের ভার যদি গ্রহণ করেন তবেই এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। আর যতদিন সুপাত্রের সন্ধান না পাওয়া যায় ততদিন নবাবের আশ্রয়ে যদি মায়ের আমার একটু স্থান হয় তবে এ ব্রাহ্মণ চিরদিন ঋণী হ'য়ে থাকবে।

ঈশা। শুনুন ব্রাহ্মণ, আমার অন্তঃপুর এখন খুব নিরাপদ নয়। মোগল শীঘ্রই বাঙ্‌লা আক্রমণ করবে।

শ্রীমন্ত। নবাবের অন্তঃপুর যদি নিরাপদ্ না হয় তবে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীর কি ক'রে নিরাপদ্ হবে?

ঈশা। আচ্ছা ব্রাহ্মণ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

শ্রীমন্ত। নবাবের জয় হোক্। তবে কালই আমার মেয়েকে আমি নিয়ে আসছি এখানে।

(শ্রীমন্তের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[বিক্রমপুরের রাজসভা, কেদার রায়, মন্ত্রী ও পাত্রমিত্রগণ]

কেদার। আজ তিন দিন হ'য়ে গেল, স্বর্ণমালার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার কর্ম্মচারীরা কি ঘুমিয়ে আছে? রাজবাড়ীর মেয়ে হারিয়ে গেল, তিন দিন কেটে গেল, তবুও তার সন্ধান পাওয়া গেল না! চমৎকার! কি মন্ত্রি? চুপ ক'রে রইলেন কেন? উত্তর দিন!

মন্ত্রী। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মহারাজ। কোন সন্ধান করতে পারিনি। সংবাদ পেয়েছি এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাকে খিজিরপুরের পথে দেখা গেছে।

কেদার। মিথ্যা কথা! সোনা মা আমার খিজিরপুর—মুসলমান রাজ্যের দিকে যাবে কেন?

(চাঁদ রায়ের প্রবেশ)

চাঁদ। মা, মা আমার, সোনা মা আমার, কোথায় মা তুমি? আজ তিন দিন হ'য়ে গেল....

কেদার। দাদা, তুমি এই শরীরে কেন এখানে এলে? আমরা চেষ্টা করছি। তার সন্ধান পেলে…

চাঁদ (কাঁপিতে কাঁপিতে) মা, সোনা মা আমার! কার ওপর অভিমান ক'রে গেলি মা আমার…

(শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। মহারাজ, আমি সন্ধান জানি স্বর্ণমালার।

(সকলে উৎসুক হইয়া শ্রীমন্তের দিকে চাহিল)

কেদার। কোথায়, কোথায় শ্রীমন্ত—সোনা কোথায়?

শ্রীমন্ত। আপনার বন্ধু নবাব ঈশা খাঁ তাঁকে ধরে নিয়ে তিন দিন আটক রেখেছিলেন।

চাঁদ। কি, কি বললে শ্রীমন্ত?

(পতন, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু)

কেদার। মন্ত্রি, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দাও। সেনাপতি, খিজিরপুরের বিরুদ্ধে রণসজ্জা কর। আমার আদেশ পেলেই যুদ্ধযাত্রা করবে। আর প্রহরীকে বলে দাও স্বর্ণমালা এলে তাকে যেন আমার বিনা অনুমতিতে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়।

সেনাপতি। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

(পর পর মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান। কেদার রায় উঠিয়া চাঁদ রায়ের বুকে হাত দিলেন)

কেদার। সব শেষ! দাদা, দাদা, এই বিপদের সময় কে আমায় পরামর্শ দেবে?

(রাজপুরোহিতের প্রবেশ)

কেদার। ঠাকুর মশাই, দাদা আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন।

পুরোহিত। আমি ত' এসব কিছু জানি না। শ্রীমন্ত আমায় খবর দিলে একবার রাজবাড়ীতে আসতে, কিছু নাকি প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে—তাই তাড়াতাড়ি আসছি। তা শেষ কাজ ত' মহারাজকেই করতে হবে, মেয়েটার যখন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীমন্ত। খোঁজ পাওয়া গেছে ঠাকুর। রাজকুমারীকে নবাব ঈশা খাঁ ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ! রাজকুমারী স্বর্ণমালা দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন—আসবার অনুমতি···

কেদার। ঠাকুর মশাই, স্বর্ণমালা ফিরে এসেছে। তাকে ভেতরে আসতে অনুমতি দিন।

(নেপথ্যে)—বাবা, বাবা একটিবার তোমায় আমি দেখব!

কেদার। পুরুত মশাই! সোনা—সোনা এসেছে, শুনছেন?

শ্রীমন্ত। কি ঠাকুর, একবার ঘাড়টা নেড়ে দাও, মেয়েটা একবার শেষ দেখা দেখুক।

পুরোহিত। তা হয় না মহারাজ! স্বর্গগত রাজার আত্মার অকল্যাণ হবে! ও মেয়ের আর এ বাড়ীতে স্থান নেই।

শ্রীমন্ত। আপনার ইচ্ছায় কি না হয় ঠাকুর? রাজা-রাজড়ার সঙ্গে গরীব গেরস্থর ব্যবস্থার একটু তফাৎ থাকবে বৈকি! শাস্তরে বলে বামুন পণ্ডিতকে মূল্য ধ'রে দিলে দু'একটা অনুস্বার বিসর্গ এধার-ওধার হ'তে পারে।

পুরোহিত। শাস্ত্রের অবমাননা ক'র না শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। শাস্তর? সে ত' তোমরাই লিখেছ ঠাকুর। দরকার হ'লে তার একটু অদলবদল তোমরাই ত' ক'রে নাও। —তবে এখানে রাজা বাদ্‌শার ব্যাপার, দক্ষিণাটাও সেই মত হওয়া অন্যায় কিছু না। তা মহারাজ, একটা মোটা রকম কিছু স্বীকার হ'য়ে ফেলুন। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

কেদার। শ্রীমন্ত! (গণ্ড বহিয়া জল গড়াইল)

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) একটু কাঁদ্‌বার ইচ্ছে আমারো ছিল। তা পোড়া চোখে কি জল আছে! সব ফুরিয়ে গেছে!

(শ্রীমন্তের প্রস্থান)

(নেপথ্যে আবার শোনা গেল) —বাবা, তিন দিন এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিনি, একটিবার তোমায় দেখব!

কেদার। উঃ, কি প্রাণফাটা আর্ত্তনাদ! কি করুণ মিনতি! সমাজের এই শাসনবিধি কবে কোন্ নির্ম্মম হাতে তৈরী হয়েছিল জানি না! জানি না এই নির্ম্মমতার নিষ্পেষণ জাতি কতদিন সহ্য করতে পারবে! প্রহরি, যাও, রাজ-পুরোহিতের নির্দ্দেশ স্বর্ণমালাকে জানিয়ে দাও। হাঁ, স্পষ্ট ক'রেই বলে আসবে সমাজে—সমাজে তার স্থান নেই।

(প্রহরীর প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—খিজিরপুর নবাবগৃহ। ঈশা খাঁ ও ফজলু খাঁ।]

ফজলু। তারপর ?

ঈশা। তারপর ফজলু খাঁ, পরের দিন ব্রাহ্মণ তার মেয়েকে নিয়ে এল। দূর থেকে দেখলুম ব্রাহ্মণ যা বলেছে সব ঠিক। রূপ নয় ত' যেন বিদ্যুতের একটা ঝিলিক! শুধু মুখখানা একটু শুকনো। ভাবলুম, গরীবের ঘরে ভাল খেতে পরতে পায় না তাই এরকম। যাহোক্, তাকে সসম্মানে অন্তঃপুরে স্থান দিলুম। দু'দিন পরে খবর পেলুম মেয়েটি জলস্পর্শ করেনি। তখন আর বুঝতে একটুও বাকী রইল না ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে চাতুরী খেলে গেছে। কার মেয়ে আমার অন্তঃপুরে বন্দী হ'য়ে রয়েছে। এ পাপ যে আমাকেই স্পর্শ করবে!

ফজলু। ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য কি, জনাব ?

ঈশা। তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। ছুটে গেলুম সেই বালিকার কাছে। বালিকা ভয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। সে চাঁদ রায়ের বিধবা মেয়ে সোনা!

ফজলু। কি সর্ব্বনাশ!—মেয়েটি কি বল্লে ?

ঈশা। হিঁদুর মেয়ে চিরকাল যা ব'লে আসছে সেও তাই বললে। অনুতাপে আমার মন ভরে গেল। বিশ্বস্ত অনুচর দিয়ে সম্মানের সঙ্গে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিলুম। আর চিঠি লিখে ক্ষমা চাইলুম চাঁদ রায় কেদার রায়ের কাছে।

ফজলু। তাঁরা কি জবাব দিলেন ?

ঈশা। সে কথা না শোনাই ভাল, ফজলু খাঁ। পত্রবাহকের মুখে শুনলুম, তাঁরা জবাব দিতে ঘৃণা বোধ করেছেন। মেয়েটিকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন। মেয়েটি কোথাও আশ্রয় পেল না। শেষকালে আমার কাছেই ফিরে এল। আমি তাকে মাথায় ক'রে নিলুম। কাল থেকে সে আমার অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছে।

ফজলু। তাহ'লে নবাবের আর একটি শত্রু বাড়ল।

ঈশা। তাতে ভয় পাবার কি আছে, ফজলু খাঁ ? এখন মোগলদের খবর কি তাই বল।

ফজলু। খবর ভাল নয়। পদ্মার পশ্চিম পাড়ে ত্রিশহাজার সৈন্য নিয়ে তাদের ছাউনি পড়েছে।

ঈশা। আমরা কিরূপ প্রস্তুত ?

ফজলু। পঁচিশহাজার পদাতিক, দশহাজার অশ্বারোহী আর পাঁচহাজার নৌ-সৈন্য আমাদেরও প্রস্তুত।

ঈশা। এখনই তাদের প্রয়োজন হবে না। মোগল আগে কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর আক্রমণ করবে।

ফজলু। তাহ'লে আমরা আগেই শ্রীপুরে গিয়ে হাজির হই না, জনাব ?

ঈশা। আমারো ত' তাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কেদার রায়ের মনোভাবটা আগে পরিষ্কার জানা দরকার। তিনি সাহায্য না চাইলে আমরা গায়ে প'ড়ে শক্তিক্ষয় করব কেন ?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ মানসিংহের দূত হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ঈশা। তাকে সসম্মানে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

ঈশা। মানসিংহের কাছ থেকে এই রকম একটা কিছু আমিও আশা করছিলুম। সে কি বলবে তা আমি আগে থেকেই জানি!

ফজলু। কি বলবে সে, জনাব?

ঈশা। আমি কেদার রায়ের সাহায্য করছি কি না মানসিংহ তাই জানতে চাইবেন। ক'দিন আগে যদি মানসিংহ এ কথা জানতে চাইতেন তা হ'লে আমার উত্তর অন্য রকম হ'ত, ফজলু খাঁ। ধর্ম্ম আমাদের আলাদা হ'তে পারে, উদ্দেশ্য আমাদের এক।

(মোগল দূতের প্রবেশ)

ঈশা। কি সংবাদ দূত?

দূত। মহারাজ মানসিংহ জানিয়েছেন আপনার মানসম্ভ্রম প্রতিপত্তি সবই বজায় থাকবে যদি আপনি মহারাজকে বন্ধু ব'লে স্বীকার ক'রে নেন। তিনি আরও জানতে চেয়েছেন, আপনি কেদার রায়কে সাহায্য করবেন কিনা?

ঈশা। বন্ধু! মোগল হবেন পাঠানের বন্ধু—তেলে আর জলে মিশ খাওয়াতে হবে! মানসিংহ বলেছেন ভাল। শোন দূত তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবটাই আগে দিচ্ছি।

তোমার মহারাজকে গিয়ে বলবে, চালটা তিনি চেলেছেন ভাল। তবে বর্ত্তমানে কেদার রায় আমার সাহায্য প্রত্যাশা করেন না। আর তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—আমার মান-সম্ভ্রম প্রতিপত্তি রক্ষা করবার শক্তি যে আমার নেই মহারাজ মানসিংহের এ ধারণা ভুল। তিনি যদি প্রকৃতই আমাকে দুর্ব্বল মনে করেন যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরীক্ষা হবে। লোভ দেখিয়ে ঈশা খাঁকে বশ করা যাবে না। একথা তুমি তাঁকে বলে দিও।

দূত। আপনার কথা আমি যথাযথ মহারাজের গোচর করব।

ঈশা। হাঁ, এ কথাই বলবে। আর শোন! তোমাদের মহারাজের জিজ্ঞাসার বাইরেও একটা কথা বলছি। সেটাও তোমাদের মহারাজের গোচর ক'রো। ব'লো, মহারাজ কেদার রায়ের সঙ্গে বর্ত্তমানে আমার গৃহবিবাদের কারণ ঘটেছে বলে যদি মোগল ভাবে যে, তারই সুযোগ নিয়ে তারা সস্তায় কিস্তিমাৎ করবে, সে আশা দুরাশা। মহারাজ কেদার রায়ের সঙ্গে আমার যত বিবাদই থাক না কেন, বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় আমাদের প্রতিরোধ হবে সম্মিলিত আর কর্ম্মক্ষেত্র হবে অভিন্ন!

(অভিবাদন করিয়া দূতের প্রস্থান)

ফজলু। আশ্চর্য্য, এমন একটা হীন প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন মহারাজ মানসিংহ।

ঈশা। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই ফজলু খাঁ। হিন্দু কুলাঙ্গার জাতধর্ম্ম খুইয়ে পদমর্য্যাদার লোভে মোগলের গোলাম হ'য়ে আছে,—তার কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব কি করে আশা করা যায়?

পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান—বিক্রমপুরের রাজসভা। মহারাজ কেদার রায় ও মুকুট রায়]

কেদার। অদ্ভুত, অদ্ভুত রণকৌশল এই পর্ত্তুগীজদের! ভগবান ঠিক সময়েই কার্ভালোকে আমাদের জুটিয়ে দিয়েছেন।

মুকুট। হাঁ মহারাজ, সন্দ্বীপ পুনরুদ্ধারের সময় তারা যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। মোগল সন্দ্বীপ থেকে হটে গেল—চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

কেদার। তুমি ঠিক বলেছ মুকুট। আমি কার্ভালোকে উপযুক্ত সম্মান দিয়েছি আর সন্দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করবার লিখিত অনুমতি দিয়েছি। ঈশা খাঁ, এবার তোমার পালা! বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যু! শয়তান, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও! যাও সেনাপতি, খিজিরপুর ধূলার সাথে মিশিয়ে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হবে।

মুকুট। কিন্তু মহারাজ····

কেদার। না, না—মোগলদের চেয়েও আমার বড় শত্রু

ঈশা খাঁ! শত্রুকে ক্ষমা করা যায়, বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই। তার চেয়ে বড় কথা কি জান মুকুট? ঈশা খাঁ—ঈশা খাঁ— আমার গায়ে একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। যতক্ষণ সেটা না তুলতে পারছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই। মোগলদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে যুদ্ধে নামতে পারছি না।

মুকুট। ঈশা খাঁ খিজিরপুরের নাম রেখেছে স্বর্ণগ্রাম, আর তার দুর্গের নাম রেখেছে স্বর্ণকুণ্ডার দুর্গ।

কেদার। তা আমি শুনেছি মুকুট। কার্ভালোকেও আসতে বলেছি। ঐ স্বর্ণকুণ্ডা একদিনের মধ্যেই অগ্নিকুণ্ডা করে তারপর করবো ভস্মকুণ্ডা। দেখি কত শক্তি ধরে শয়তান ঈশা খাঁ!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—পদ্মার পশ্চিমতীর। মোগল শিবির। মানসিংহ পায়চারী করিতেছেন]

মানসিংহ। মোগল-সম্রাট্ আকবরকে কথা দিয়েছিলাম তিন মাসের মধ্যে বাঙ্‌লা জয় ক'রে দেব। তিন মাস ছেড়ে ছ'মাস হ'য়ে গেল—বাঙ্‌লা জয়ের কোন আশাই ত' দেখছি না। আজ কতদিন হ'ল নদীর এপারে আমাদের ছাউনী পড়েছে,

সৈন্যদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হচ্ছে অথচ নদী পার হওয়ার কোন উপায় দেখছি না। কোন দিন যে পারব এ ভরসাই বা কোথায়। (মানচিত্র দেখিতে লাগিলেন) না, আর কোন দিকে পথ নেই। নদী পার হতেই হবে। আর নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলেই কেদার রায়ের কামানগুলো একসঙ্গে গর্জ্জে উঠবে। আর আমাদের সৈন্যদের মাটি দেবার আর হাঙ্গামা করতে হবে না। জলের মধ্যেই হবে তাদের সমাধি। তা হ'লে......

(সেনাপতি রেজাক খাঁর প্রবেশ)

রেজাক। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমাদের অনেক সৈন্য নষ্ট হ'য়ে গেল।

মানসিংহ। কি ভাবে নষ্ট হ'ল ?

রেজাক। সুন্দরবনের পথে তারা নদী পার হবার চেষ্টা করছিল, সেই সময়, কতকগুলো সাদা আদমী তাদের নদীতে ডুবিয়ে মেরেছে !

মানসিংহ। হুঁ। কে তাদের নদী পার হ'তে হুকুম দিয়েছিল ?

রেজাক। কেউ হুকুম দেয়নি মহারাজ। তারা নিজেরাই চুপি চুপি চেষ্টা করছিল।

মানসিংহ। বসে বসে খেয়ে আর ভাল লাগছিল না—কেমন ? সৈন্যদের ব'লে দাও যুদ্ধ করতে এসে নিজের মতে কাজ করতে গেলে তাদের শাস্তি—হাঁ তাদের শাস্তি

এখন থেকে মৃত্যুদণ্ড। যুদ্ধ আরম্ভই হ'ল না, এখন থেকেই সৈন্যক্ষয় হ'তে লাগল। পুঁজি ত' মাত্র তিরিশ হাজার।

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। মহারাজ, শত্রুপক্ষের একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে।

মানসিংহ। কোথায় ধরা পড়েছে? কি করছিল সে?

প্রহরী। লোকটা আমাদের শিবিরের পাশে ঘোরাফেরা করছিল। আমরা তাকে বন্দী করেছি।

মানসিংহ। আচ্ছা, তাকে নিয়ে এসো।

[প্রহরীর প্রস্থান ও শ্রীমন্তকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ]

প্রহরী। একেই আমরা বন্দী করেছি মহারাজ।

শ্রীমন্ত। বড় বাহাদুরী করেছ! বন্দী করেছি! কে কাকে বন্দী ক'রে ধ'রে রাখতে পারে? এই আমি তোমায় বন্দী করলুম—তুমি কি তাই মেনে নেবে? তুমি আমাকে বন্দী করেছ—আমি কি তাই মেনে নেব? কক্ষণো না—আমাদের ওপর সমাজ আছে, রাজপুরোহিত আছে, তারা যখন বলবে বন্দী—তখনই বন্দী। তারা যখন বলবে ছাড়া—তখনই ছাড়া। রাজা কি করতে পারেন? বড় জোর দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারেন। বন্দী ত' করেছিল—কই ধরে ত' রাখতে পারল না। দস্যুসর্দ্দার—তার ত' দয়া-মায়া নেই—নিজের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেল কেন—কেন? (মুখ বিকৃত করিয়া প্রহরীর প্রতি) মুখ্যু—মুখ্যু কোথাকার!—বন্দী করেছি (প্রহরীর গালে এক চপেটাঘাত)।

মানসিংহ। বন্দী, তোমার ঔদ্ধত্যের শাস্তি কি জান ?

শ্রীমন্ত। শাস্তি! এখনও শাস্তি! সারা জীবনটাই ত' একটা শাস্তি। তার চেয়েও বেশী শাস্তি। মহারাজ মানসিংহ যে শাস্তি পাচ্ছেন তার চেয়েও বেশী শাস্তি।

মানসিংহ। (স্বগত) কোত্থেকে একটা পাগল ধ'রে এনেছে দেখছি! (শ্রীমন্তের দিকে চাহিয়া) তোমার কি বলবার আছে বলো ?

শ্রীমন্ত। বলবার অনেক কিছুই আছে। বিদেশ-বিভূঁয়ে মাঠের মাঝে নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে মহারাজ মানসিংহ দিনের পর দিন আকাশের তারা গুণছেন। মহারাজ কি ভেবেছেন কেদার রায় নৌকায় চড়ে নদী পার হ'য়ে এসে বাঙ্‌লা মুলুকটা মহারাজের হাতে তুলে দিয়ে যাবে ?

রেজাক। (স্বগত) এ ত' পাগল নয়! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ভাই, মহারাজ এখন কি করবেন বল দেখি? সব পথই যে বন্ধ!

শ্রীমন্ত। চুপ্‌!—আমি মহারাজ মানসিংহ ছাড়া আর কারো প্রশ্নের জবাব দেব না।

মানসিংহ। আমিও যদি ঐ প্রশ্নই করি ?

শ্রীমন্ত। তাই বলুন মহারাজ, একটু সোজা ক'রে বলুন, বুদ্ধিতে কিচ্ছু যোগাচ্ছে না। একটু বুদ্ধি দাও। দেব দেব, এমন জিনিষ দেব যে কোথাও ভুল থাকবে না। মহারাজ, আছে, পথ খোলা আছে! সব পথ বন্ধ নেই।

একটা পথ খোলা আছে। আপনার মানচিত্র ভুল। ওটা ফেলে দিন। এই নিন মানচিত্র। আমার বুকের রক্ত দিয়ে এটা এঁকেছি—দেখছেন। ভাওয়ালের পথ চিনে নিন্‌ - বেশ ক'রে চিনে নিন্‌। হাঃ হাঃ হাঃ! মহারাজ আবার শ্রীপুরে আমার সঙ্গে দেখা হবে। আর একটু কাজ বাকী আছে। তা হ'লেই আমার বুকের জ্বালা ঠাণ্ডা হবে! হাঃ হাঃ হাঃ!

(শ্রীমন্তের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান – খিজিরপুরের নবাব-ভবন। আহত ঈশা খাঁ শয্যায় শায়িত]

ঈশা। বাঙ্‌লার বীরচূড়ামণি কেদার রায়! অপূর্ব্ব তোমার বীরত্ব! তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে ধন্য হয়েছিলুম। কিন্তু নসিবের দোষে সে বন্ধুত্ব রাখতে পারলুম না। ভেবে-ছিলুম মোগলেরা আগে শ্রীপুর আক্রমণ করবে, তখনই আমি তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব—বলব, তোমার অনুতপ্ত বন্ধু যুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা দিতে এসেছে। সব অপরাধ ভুলে আমায় টেনে নাও। তোমার শত শত বিশ্বস্ত সৈনিকের মাঝে আমায় একটু স্থান দাও। দেখি, বাঙ্‌লায় মোগল-অভিযান কতটুকু সাফল্য লাভ করে! কেদার রায়, আজ আমি যুদ্ধে আহত। উত্থানশক্তি আমার নেই। তা না হ'লে একবার

সামনা-সামনি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে দেখতুম। এ জীবনে বুঝি আর সে সুযোগ হ'ল না।

(ফজলু খাঁর প্রবেশ)

ঈশা। কে? ওঃ, ফজলু খাঁ! খবর কি?

ফজলু। খবর ভাল নয় জনাব! আমাদের খিজিরপুর ত্যাগ করবার সময় হয়েছে।

ঈশা। আবার খিজিরপুর? বল স্বর্ণগ্রাম—সোনার গাঁ। হাঁ, কি বলছিলে—স্বর্ণগ্রাম ত্যাগ করতে হবে? বেশ, সকলকে নাসিরাবাদে পাঠিয়ে দাও।

ফজলু। আপনাকেও যে যেতে হবে জনাব। আপনাকে এখানে কোথায় রেখে যাব?

ঈশা। আমাকে—আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। আমার সোনার গাঁয়েই আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়বে। তাতে আর বাধা দিও না, ফজলু খাঁ! আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। হাঁ, আমার সোনা কোথায়?

ফজলু। তিনি ত স্বর্ণকুণ্ডার দুর্গ রক্ষা করছেন। এখানে আমরা হেরেছি বটে। স্বর্ণকুণ্ডার দুর্গ এখনও কেদার রায় দখল করতে পাবেন নি।

ঈশা। কি বললে ফজলু খাঁ? সোনা দুর্গ রক্ষা করছে?

ফজলু। হাঁ জনাব, হিন্দু নারীর বীরত্বের অনেক গল্প শুনেছি কিন্তু আজ চাক্ষুষ যা দেখলাম তা আর ব'লে বোঝাতে পারব না।

ঈশা। আঃ, আমার প্রাণটা শান্তিতে ভরে গেল। এখন আর আমার মরতে কষ্ট হচ্ছে না। (একটু চুপ করিয়া) হাঁ, কি বলছিলে ফজলু খাঁ? কেদার রায় কি নিজে এসেছেন দুর্গ দখল করতে?

ফজলু। হাঁ, জনাব, প্রথমে কার্ভালো। সে ত' দেখে শুনে হতভম্ব! অস্ত্র ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। তারপর এলেন কেদার রায় স্বয়ং। বীর নারী দুর্গের প্রাকারে চ'ড়ে দুর্গ রক্ষা করতে লাগল, নীচে দাঁড়িয়ে তার কাকা কেদার রায়।

ঈশা। (উত্তেজিত হইয়া) বল, বল ফজলু খাঁ, সোনা কি বললে?

ফজলু। বললে, "আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছ কাকা? আমার আশ্রয়দাতার পক্ষে অস্ত্র ধরেছি। যতক্ষণ শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকবে, জেনে রেখে দিও কাকা, সেই বিন্দুটুকুও আশ্রয়-দাতার জন্য উৎসর্গ করব।"

ঈশা। কেদার রায় কি বল্লেন?

ফজলু। চোখের জল মুছে হুকুম দিলেন, "দুর্গ অধিকার করতেই হবে।" ওদিক থেকে জবাব এল, "ফিরে যাও কাকা, আমি বেঁচে থাকতে দুর্গ অধিকার করতে পারবে না।"

ঈশা। তারপর?

ফজলু। তারপর সোনাকুণ্ডার চারপাশে আগুন জ্বলতে লাগল। মুহুর্মুহুঃ কামানের গর্জ্জন শোনা যেতে লাগল। দুর্গের

প্রাকার জ্বলতে লাগল হুহু ক'রে। সেই আগুনের মাঝখানে অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল দুর্গেশ্বরী সেই বীরাঙ্গনা নারীমূর্ত্তি!

ঈশা। আঃ! (চক্ষু মুদ্রিত করিলেন)

(দূরে কেদার রায়ের সৈন্যের উল্লাস শোনা গেল)

ফজলু। আর বিলম্ব নয় জনাব! কেদার রায়ের জয়ধ্বনি ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। এখনই তারা প্রাসাদে ঢুকবে। আত্মরক্ষা করুন জনাব!

ঈশা। আমি ত' আগেই বলেছি ফজলু খাঁ, আমি যাব না। আমার জীবনের শেষ হ'তেই বা আর কত ণ বাকী! তবু--তবু যদি একবার কেদার রায়ের সঙ্গে দেখা হ'ত তাঁকে সব কথা খুলে ব'লে যেতে পারতুম। মৃত্যু-পথের যাত্রীর কথা বোধ হয় তিনি অবিশ্বাস করতে পারতেন না!

(দূরে কোলাহল)

ফজলু। আমাকে তাহ'লে বিদায় দিন জনাব। অনেক শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে নাসিরাবাদে পৌঁছে দিতে হবে।

ঈশা। কোন দরকার ছিল না ফজলু খাঁ। মনে রেখে দিও মোগল বা মানসিংহ খিজিরপুর জয় করেনি—জয় করেছেন মহারাজ কেদার রায়!

(ফজলু খাঁর প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া কেদার রায়ের প্রবেশ)

কেদার। কেউ নেই? কেউ নেই? নবাবের পুরী একেবারে শূন্য?

ঈশা। না মহারাজ, একেবারে শূন্য নয়। আপনার বন্ধু আমি আছি।

কেদার। কে? নবাব সাহেব? আহত ব'লে পালাতে পারনি? তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার ঈশা খাঁ, আহতকে আঘাত করা হিন্দুর রণনীতি নয়।

ঈশা। খোদা আমার ওপর বহুৎ সদয় মহারাজ! আপনার সঙ্গে দেখা হবে বলেই বোধ হয় প্রাণটা আমার এতক্ষণ আটকে আছে, নইলে আমার সময় অনেক আগেই ফুরিয়েছে! মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েকটা কথা আপনাকে বলে যেতে চাই।

কেদার। আর কেন নবাব সাহেব! বন্ধুত্বের চরম নিদর্শন ত' দেখিয়েছেন...

ঈশা। ভুল বুঝেছেন মহারাজ! সবই আগাগোড়া ভুল বুঝেছেন। নসিবকে আমি কোন দিনই বিশ্বাস করতুম না! বুক ফুলিয়ে বলতুম, ন্যায়পথে থাকলে নসিব আমার অধীন। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলিনি, আজ মরতে বসেও মিথ্যা বলব না। নসিব আমাকে আজ মরণের পথে নিয়ে চলেছে। তা না হ'লে তুচ্ছ শ্রীমন্তের চাতুরীর জালে আমায় ধরা পড়তে হ'ত না।

কেদার। শ্রীমন্ত কি করেছে?

ঈশা। কি করেনি মহারাজ? স্বর্ণমালার মত নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র কুলনারীর মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে,

তাকে পিতা-পিতৃব্যের আশ্রয় থেকে চিরকালের মত ছিনিয়ে নিয়েছে আর বিশ্বাসঘাতকতার দুরপনেয় কালিমা আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপে দিয়েছে!

কেদার। আমি ত' কিছু বুঝতে পারছি না ঈশা খাঁ, আমাকে সব খুলে বল।

ঈশা। মহারাজ, বেশী কথা বলবার শক্তি আমার নেই। তবু আমাকে বলতে হবে। যদি বলতে বলতে আমার ওপারের ডাক এসে যায় মহারাজ আমাকে ক্ষমা করবেন। স্বর্ণমালা নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। একটু জল! কেউ নেই? একটু জল!

কেদার। এই আমি দিচ্ছি। (কেদার জল দিলেন)

ঈশা। হাঁ, একদিন শ্রীমন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে অতি করুণভাবে প্রার্থনা জানাল যে সে তীর্থে যাবে। কয়েক-দিনের জন্যে নবাবপুরীতে তার অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যাকে রেখে যেতে চায়। মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করলুম। ভাবলুম, প্রজাদের এতদূর বিশ্বাসভাজন বোধ হয় আমার পূর্ব্বে কোন নবাবই হয়নি। বিশেষতঃ হিন্দু প্রজার কাছে। পরের দিন সত্যই শ্রীমন্ত মেয়েটিকে নিয়ে এলো। কিন্তু মেয়েটির প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলুম তিন দিন পরে, যখন শুনলুম তিন দিন সে জলস্পর্শ করেনি...

কেদার। আর বলতে হবে না ঈশা খাঁ! শ্রীমন্ত শুধু তোমার ওপর চাতুরী খেলে যায়নি, সমস্ত বাঙ্‌লা দেশটাকে

নিয়ে ছিনিমিনি খেলে গেছে। আজ দেখছি তোমার মত বন্ধুকে হারাবার মূলেও রয়েছে সেই পাষণ্ড।

ঈশা। আমার জন্যে ভাবছি না মহারাজ। ভাবছি একটা নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক কুলনারীর জীবনটা আমার দোষেই বিড়ম্বনায় ভরে গেল!

কেদার। তোমার দোষে নয় বন্ধু—তুমি ত' তাকে ফিরিয়েই দিয়েছিলে। আমরাই তাকে নিরাশ করেছিলুম। তার শোকে দাদা প্রাণত্যাগ করলেন, আর আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে যেতে লাগল। তবু—তবু আমাকে সেই নির্ম্মম আদেশ দিতে হ'ল! সমাজের বিধান ত' আমার জন্যে আলাদা নয়। শোন ঈশা খাঁ, তোমার দুর্গের মাথার ওপর যখন স্বর্ণমালাকে দেখলুম, আমার মনে হল যে, এ ত' কলঙ্কিনী মেয়ের চেহারা নয়! এ যে মা মহামায়ার বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি! চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে তেজস্বিতার অপূর্ব্ব সমাবেশ! মনকে ধিক্কার দিয়ে বললুম—কি করেছি! সরলা বালিকার ওপর এ অত্যাচার মা ভবানী কি সহ্য করবেন?—একবার ভাবলুম ফিরে যাই। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য আমাকে ঠেলে দিল। আর দেখতে পারলুম না। দুর্গ হুহু ক'রে জ্বলতে লাগল।

ঈশা। তাই বলছিলুম মহারাজ—নসিব। নসিব ছাড়া পথ নেই। উঃ!

(চক্ষু মুদ্রিত করিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—শ্রীপুর। কেদার রায়ের মন্ত্রণা-কক্ষ। কেদার রায় একাকী]

কেদার। তিন দিন তিন রাত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ক'রে স্বর্ণকুণ্ডার দুর্গ অধিকার করতে হ'ল। খিজিরপুর ধ্বংস করতে এক বেলারও বেশী সময় লাগেনি কিন্তু কত গোলা-বারুদ নষ্ট হ'ল সামান্য একটা দুর্গ অধিকার করতে। যখন শুনলুম সোনা দুর্গ রক্ষা করছে, মনে মনে হেসে উঠলুম। দাদার একরত্তি মেয়েটা আমার সৈন্যকে বাধা দেবে! হাসির কথা বটে! তারপর যখন দেখলুম কার্ভালো হটে এল, একটু আশ্চর্য্য হলুম। দেশটা কি পাপিষ্ঠদের রাজত্ব হ'ল? নিজের হাতে একটা গাছ পুঁতেছি—কত যত্নে তাকে বড় ক'রে তুলেছি! এখন যদি দেখি সেটা বিষ গাছ তবে তাকে নিজের হাতেই কাটতে হবে। নিজেই যুদ্ধযাত্রা করলুম। কী দেখলুম! দেখলুম কুলত্যাগিনী পাপীয়সী মেয়েটার বদলে এক তেজোদ্দীপ্তা মহীয়সী নারীমূর্ত্তি—আমার সব বীরত্ব তার সামনে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। তার অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ থেকে বুঝলুম জগৎ জুড়ে শুধু প্রতারণার খেলা চলছে। সমাজ প্রতারণা করেছে রাজপুরোহিতকে, রাজপুরোহিত প্রতারণা করেছে আমাকে, আমি প্রবঞ্চনা করেছি সোনা মাকে আর সবশেষে শ্রীমন্ত প্রতারণা করেছে ঈশা খাঁকে। এই প্রতারণার ঘাত-প্রতিঘাতে খিজিরপুর গেল, ঈশা খাঁ গেল

আর স্বর্ণমালাও গেল—কিন্তু নিয়ে গেল আমার ওপর, সমাজের ওপর এক ভীষণ প্রতিশোধ!

(মুকুট রায়ের প্রবেশ)

মুকুট। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে! যা ভয় করেছিলুম শেষে তাই হ'ল। মোগল ভাওয়ালের পথে আক্রমণ করেছে।

কেদার। ভাওয়ালের পথে? ভাওয়ালের পথের সন্ধান তারা কি ক'রে পেল? বুঝেছি মুকুট, এ যে দাবা খেলা! কোথায় একটু ঘর বাঁধার ফাঁক রয়ে গেছে অমনি সেইখান দিয়ে প্রতিপক্ষ বড়ে ঠেলবে আর বল চালবে—তারপর কিস্তীমাৎ করবে।

মুকুট। না মহারাজ, ভেতরের কোন লোক পথ ব'লে দিয়েছে।

কেদার। তাও হতে পারে। পাশ থেকে চাল ব'লে দেবার লোকেরও অভাব নেই।

মুকুট। তা হ'লে এখন কর্ত্তব্য, মহারাজ?

কেদার। তাই ভাবছি। শোন মুকুট, তুমি আর নারায়ণ নগর রক্ষা কর। আমি নিজে যাব ভাওয়ালের পথে। পথেই শত্রুকে রুখ্‌ব। আমি নিজেই সৈন্যচালনা করব। তুমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দাও মুকুট।

মুকুট। যে আজ্ঞে মহারাজ!

(মুকুটের প্রস্থান)

কেদার। ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়েছে। মোগলের সাথে একাই

লড়তে হবে। ভাওয়ালের পথে মোগল ঢুকেছে—হুহু ক'রে' এগিয়ে আসছে শ্রীপুরের দিকে। ভাওয়ালের ভূঁইঞা ফজল গাজী বিশ্বাসঘাতকতা করল। একটু বাধা দিল না তাদের। একবার আমাকে জানালও না। হয়ত' মানসিংহ তাকে বশ করেছে। আহাম্মক এটাও বুঝল না আজ বাঙ্‌লার কত বড় বিপদ! মোগল বাঙ্‌লায় ঢুকলে কোথায় থাকবে ফজল গাজী আর কোথায় থাকবে তার রাজত্ব? মোগলের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তিলে তিলে গ্রাস করে নেবে সব কিছু। কেউ রক্ষা পাবে না। মা ভবানী! মরণ-যজ্ঞে চলেছি! একবার মুখ তুলে চাস্। বাঙ্‌লায় আর কেউ রইল না—কেউ রইল না!

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—শ্রীপুরের রাজবাড়ী। মুকুট ও নারায়ণ রায়]

মুকুট। আজ এক সপ্তাহ হ'তে চলল ভাওয়ালের কোন খবরই পাওয়া গেল না। সব গুপ্তচরই এক কথা বলে। বলে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। মহারাজ নিজেই যুদ্ধ করছেন।

নারায়ণ। মুকুট কাকা, আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না। আমার মন বড়ই উতলা হয়েছে। আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। আপনি আমাকে আদেশ করুন—আমি যাই, মহারাজের সংবাদ নিয়ে আসি।

মুকুট। কুমার, মহারাজ আমাদের ওপর নগর রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন। মহারাজের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা নগর ছেড়ে যাই কি ক'রে? তা না হ'লে আমাদের অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল।

(কার্ভালোর প্রবেশ)

মুকুট। কি সাহেব, তোমার সুন্দরবনের দিক কেমন রেখেছ?

কার্ভালো। হামি কি বল্‌বে কম্যাণ্ডার? একটা মোঘল আদমীর ডেখা মিলেছে কি হামার টু থাউজ্যাণ্ড আদমী পিষ্টল টুল্‌বে।

মুকুট। তুমি কবে ফিরছ সাহেব?

কার্ভালো। টু-মরো। কাল হামি ফিরবে।

(গুপ্তচরের প্রবেশ)

চর। কুমার, সেনাপতি, সাহেব—আপনারা সকলেই যে রয়েছেন দেখছি। সর্ব্বনাশ হয়েছে!

মুকুট। কি হয়েছে? বল চর সব খুলে বল!

নারায়ণ। বাবার কিছু বিপদ ঘটেছে কি?

চর। মহারাজ মানসিংহের হাতে ··

মুকুট। বন্দী হয়েছেন? মহারাজ কেদার রায় বন্দী হয়েছেন! কোথায়? কোথায় রাখা হয়েছে তাঁকে?

চর। তা ঠিক বলতে পারি না সেনাপতি।

নারায়ণ। সাহেব, কি হবে? বাবাকে উদ্ধার করবার কি হবে!

কার্ভালো। হামি যাইবে। হামি চেষ্টা করিয়া দেখিবে ফ্রেণ্ড মহারাজকে মুক্ত করিটে পারে কি না! হাঁ, হামি এখনই যাইবে।

মুকুট। সে কি সাহেব! তোমার সঙ্গে সৈন্য কোথায়?

কার্ভালো। সৈন্যের ডরকার হইবে না। হামাকো একঠো

ম্যাপ ডিন। ডেখিটেছে হামি কি করিটে পারে। মহারাজের বহুট্ নিমক হামি খাইয়েছে।

(মুকুট রায় একখানি মানচিত্র লইয়া কার্ভালোকে ভাওয়ালে যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিল। কার্ভালো মানচিত্রখানা গুটাইয়া হাতে লইল।)

কার্ভালো। এই ম্যাপখানা হামি লইয়া যাইটে চাহে।

মুকুট। বেশ, নিয়ে যাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তুমি সফল হয়ে ফিরে এসো।

নারায়ণ। আর দেরী ক'রো না সাহেব।

(শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। সেনাপতি মশাই, একজন গুপ্তচর এই চিঠিখানা নিয়ে আসছিল। পথে শত্রুর হাতে ধরা প'ড়ে প্রাণ হারায়। তাকে পথের ধারে ফেলে রেখেই তারা চ'লে যায়। আমি ভাবলুম বেচারাকে দাহ ক'রে যাই। তার আঙরাখার গুপ্ত কোটরে এই চিঠিখানা ছিল।

মুকুট। দেখি, দেখি—এ যে দেখছি মহারাজের হাতের লেখা! (চিঠি পাঠ) ফতেজঙ্গপুরে বন্দী আছি। অধীনতা স্বীকার করলেই ছেড়ে দেবে। আরো কয়েক দিন এখানে রাখবে। তিন দিকে ছোট একটা নদী। নদীর ধারে ধারে পাহারা আছে। পিছনের পথটাই ভাল।

(মুকুট রায় চিঠি পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া কার্ভালোর হাত হইতে মানচিত্রখানি লইয়া খুলিলেন। তারপর কার্ভালোর দিকে তাকাইয়া বলিলেন)

মুকুট। বুঝেছ কার্ভালো এই ফতেজঙ্গপুর। এই নদীটার

কথা মহারাজ বলেছেন। নদীর ওপারেই মহারাজ আটক আছেন।

কার্ভালো। হাঁ, হাঁ, হামি বুঝিয়েছে।

(কার্ভালোর প্রস্থান)

মুকুট। কুমার, তুমি নগর রক্ষার ভার নাও। আমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে ভাওয়ালের পথে অগ্রসর হই।

নারায়ণ। হাঁ কাকা, আপনি এখনই যান। আমি নগর রক্ষার ভার গ্রহণ করলাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—ফতেজঙ্গপুর। কাল—রাত্রি। বন্দী কেদার রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকার পর উঠিয়া বসিলেন]

কেদার। এ কী! আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুন? স্বপ্নই ত'। কোথায় গেল? এই ত এখানে ছিল। সেই মূর্ত্তি একটুও বদলায়নি। যে মূর্ত্তিতে সে আমায় বলেছিল "ফিরে যাও কাকা, আশ্রয়দাতার পক্ষে অস্ত্র ধরেছি"—সেই মূর্ত্তি! আর একবার দেখা দে মা! আমি বুকে ধ'রে বলি, আমার সমাজ চাই না, চাই আমার মাকে—চাই আমার বাঙ্‌লা মাকে বাঁচাতে! ভুল ভুল—ভুল! একটার পর একটা ভুল ক'রে চলেছি। দাদা দাদা, আমায় ক্ষমা ক'রো—আমার প্রজাপুঞ্জ, আমার দেশবাসী—তোমরাও আমায় ক্ষমা ক'রো! আমার ভুলেই আজ বাঙ্‌লা বিধর্ম্মীদের হাতে চ'লে গেল!

(মুক্ত অসি হস্তে মানসিংহের প্রবেশ)

কেদার। কে? ওঃ, মহারাজ মানসিংহ। তরোয়াল দেখিয়ে কেদার রায়কে ভয় দেখাচ্ছ? তুমি ত' ভালরকমই জান আমি নিরস্ত্র। অতবড় তরোয়াল কেন? একখানা ধারাল ছুরিকাই ত' তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

মানসিংহ। মহারাজ কেদার রায়! আজও আপনাকে মহারাজ ব'লে সম্বোধন করছি। আপনাকে ভাববার যথেষ্ট সময় দিয়েছি। আর এক দিনের বেশী সময় আপনাকে দিতে

পারব না। মহারাজের কি জানা নেই যে, মোগল শত্রুর শেষ রাখে না।

কেদার। দিতে পার মানসিংহ, একখানা ছুরিকা? না হয় একটু বিষ? তাহ'লে এখানেই তোমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিতুম। আর একবার দেখাতুম হিন্দু মরতে জানে, স্বাধীনতা খোয়াতে জানে না। জাতির কুলাঙ্গার, কেন জন্মেছিলে হিন্দুর ঘরে? শোন মানসিংহ, কেদার রায় মরবে, তুমিও চিরকাল বাঁচবে না। দু' দিন আগে আর দু'দিন পরে। এখানেই এ নাটকের যবনিকা পড়বে না। যুগ-যুগান্তর ধ'রে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হিন্দু জাতির একটা অভিসম্পাত হ'য়ে তুমি জেগে থাকবে,—যেমন আছে কালাপাহাড় আর ভবানন্দ মজুমদার।

মানসিংহ। মহারাজ, নীতিকথা শুনতে আমি আসিনি। আপনাকে শেষবার বলছি কাল আপনার শেষ জবাব চাই।

কেদার। আমার যা বলবার সবই ত' বলেছি মানসিংহ! বাকী সময়টুকু আমায় একটু মা ভবানীকে স্মরণ করতে দাও।

মানসিংহ। (হাসিয়া) আচ্ছা! মা ভবানীই যেন আপনাকে এখান থেকে উদ্ধার করেন।

(মানসিংহের প্রস্থান)

কেদার। স্বজাতি-দ্রোহী মানসিংহের মুখেই একথা শোভা পায়!

(কেদার রায় পূজায় বসিলেন। রাত গভীর হইয়া আসিল। জানালার গরাদ ভাঙ্গিয়া কার্ভালোর প্রবেশ)

কেদার। কে? ঘাতক! এরই মধ্যে এসে গেলে?

কার্ভালো। চুপ! হামি আসিয়াছে রাজা।

কেদার। কে? কে এসেছ? কার্ভালো—তুমি এখানে কি ক'রে এলে?

কার্ভালো। কয়ঠো আদমী ঘায়েল করিয়ে একঠো নডী সাঁটরায়ে এসেছে রাজা। আপনি টো সাঁটার জানে রাজা? হামাকে পাক্‌ড়ে আপনি ভাসিয়ে থাক্‌বন, হামি ঠিক লিয়ে যাবে রাজা।

(উভয়ের জানালাপথে নিষ্ক্রমণ)

তৃতীয় দৃশ্য

[মানসিংহের শিবির। মানসিংহ ও রেজাক খাঁ]

মানসিংহ। তুমি কি বলছ রেজাক খাঁ? কেদার রায় পালিয়ে গেছে? আমি যে বিশ্বাস করিতে পারছি না। একদল অপদার্থ নিয়ে আমি বাঙ্‌লা জয় করতে এসেছি! সম্রাটের কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব?

রেজাক। মহারাজ, আমি নিজে দেখেছি, আপনি চলে আসবার পরেই তিনি ভবানীর পূজা করতে বসেন।

মানসিংহ। (উত্তেজিত হইয়া) তবে আর কি! মা ভবানী নিজে এসে প্রহরীদের হত্যা ক'রে তাঁকে কাঁধে ক'রে নিয়ে গেলেন?

রেজ্জাক। হাঁ মহারাজ, হিন্দুর দেবতারা শুনেছি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

মানসিংহ। মূর্খের মত কথা ব'ল না। আমি জানতে চাই কেদার রায় কোন পথে পালিয়েছে আর এখনই বা কোথায় আছে?

রেজ্জাক। কেন মহারাজ, জানালা ভেঙে কেউ তাঁকে বার ক'রে নিয়ে গেছে আর তিনি রাজধানী শ্রীপুরে নিরাপদে ফিরে গেছেন। এ খবর ত' আমরা অনেক আগেই পেয়ে গেছি।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাজ! কেদার রায়ের সেনাপতি মুকুট রায় রাতের অন্ধকারে আমাদের শিবির আক্রমণ ক'রে বহু সৈন্য হত্যা করেছে।

মানসিংহ। কত সৈন্য আমাদের মারা পড়েছে?

সৈনিক। তা সাত আট হাজারের কম নয়!

মানসিংহ। তোমরা কি করছিলে?

সৈনিক। আজ্ঞে একটু আমোদ-প্রমোদ করছিলুম! মহারাজ কেদার রায় ধরা পড়েছেন কিনা সেই জন্য একটু আমোদ-প্রমোদ…

মানসিংহ। কি সেনাপতি—কি বলবার আছে তোমার?

রেজাক। আজ্ঞে, আপনিই ত' হুকুম দিয়েছিলেন আমোদ-প্রমোদ করতে।

মানসিংহ। শোন রেজাক খাঁ, যদি আমরা ভালয় ভালয় বাঙ্‌লা জয় করতে পারি তবে তুমি বেঁচে গেলে, তা' না হ'লে তোমার বিচার হবে দিল্লীতে ফিরে গিয়ে। এখন যাও, সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে বল। এবার আমি নিজেই তাদের পরিচালনা করব।

শেষ দৃশ্য

[স্থান—শ্রীপুরের রাজবাড়ী। কেদার রায় শয্যিতভাবে পরিক্রমারত।]

(মুকুট রায়ের প্রবেশ)

মুকুট। মহারাজ, আর কোন আশা নেই! শত্রুরা আমাদের বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বারুদখানা হুহু ক'রে জ্বলছে। এখনই সারা সহর আগুনে ছারখার হ'য়ে যাবে। বিলম্ব করবেন না মহারাজ! অন্তঃপুরের ঘাটে জাহাজ বাঁধা আছে। এখনই জাহাজে গিয়ে উঠুন। স্ত্রীলোক আর শিশুতে জাহাজ ভর্ত্তি হ'য়ে গিয়েছে। আর দেরী করলে তাদেরও হয়তো রক্ষা করা যাবে না, মহারাজ!

কেদার। জাহাজ ছেড়ে দিতে বল মুকুট।

(দূরে কোলাহল শোনা গেল)

মুকুট। মহারাজ, ঐ মোগল সৈন্যের কোলাহল স্পষ্ট হ'য়ে আসছে। শীগ্‌গির আসুন মহারাজ!

(কেদার নিরুত্তর— অবিচলিত ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

মুকুট। আর বিলম্ব করলে সর্ব্বনাশ হবে মহারাজ! আমি ঘাটে যাচ্ছি। আপনি আসুন।

(মুকুট রায়ের প্রস্থান)

কেদার। সর্ব্বনাশ হবে! হবে না?—সর্ব্বনাশ হবে না? ফুলের মত পবিত্র শ্রীমন্তের মেয়ে আর আমার সোনা। নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক অসহায়া বালিকার কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা ক'রে তাদের নির্ব্বাসন দিয়েছি! সমাজের নির্ম্মম শাসনে আরো কত কত কোমল বক্ষে ছুরিকাঘাত হেনেছি। তাদের অভিশাপের নিঃশ্বাসে সারা বাঙ্‌লার আকাশ-বাতাস আজ ভারী হয়ে উঠেছে। সোনার বাঙ্‌লা আজ ছারখার হ'য়ে যাবে! তাদের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে সব জ্বলে যাবে, কেউ রক্ষা পাবে না! আমি আজ রাজ্যহারা! বিনা দোষে ঈশা খাঁর মত বন্ধুকে হত্যা করেছি, অসহায়া শ্রীমন্তের মেয়ে আর সোনাকে দেখিয়েছি সমাজের সূক্ষ্ম বিচার—যেটা শুধু অবলা নারীর ওপরই প্রযোজ্য। উঃ! সব গেল, সব গেল, বাঙ্‌লা আজ শ্মশান হ'য়ে গেল!

(শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। বাঙ্‌লা শ্মশান হ'লে কি হবে মহারাজ—বাঙালার সমাজের বিধানগুলো ত ঠিকই রইল!

কেদার। এসেছ শ্রীমন্ত। তোমাকেই একবার দেখতে চেয়েছিলুম। তুমিই শত্রুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ। তা একা কেন ভাই? তোমার নতুন প্রভু মানসিংহকে কোথায় রেখে এলে? দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়াও, একবার যুগলমূর্ত্তি দেখি!

(বাইরে আল্লা হো আকবর ধ্বনি শোনা গেল)

শ্রীমন্ত। বেশী দেরী আর নেই মহারাজ। এই এসে পড়ল ব'লে।

কেদার। আসছে, আসছে, মানসিংহ আসছে!—আমার অস্ত্র? কে আছিস্!

শ্রীমন্ত। কেউ নেই মহারাজ। কেউ কথা বলবে না। পায়ে ধ'রে কাঁদলে বড় জোর মুখ ফিরিয়ে নেবে। অস্ত্র চান? —আমি দিচ্ছি আপনাকে অস্ত্র।

(ছুরিকা প্রদান)

কেদার। বেশ, দাও। শ্রীমন্ত, বাঙ্‌লায় আর কেউ রইল না, কেউ রইল না!

(নিজের বুকে ছুরিকাঘাত ও পতন এবং সঙ্গে সঙ্গে রেজাক ও মানসিংহের প্রবেশ)

মানসিংহ। কোথায়?—কেদার রায় কোথায়? এ্যাঁ, একি হ'ল? এ কাজ কে করলে?

শ্রীমন্ত। আমি—আমি! মহারাজ, আপনার অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছি। বলেছিলুম না একটু কাজ বাকী আছে। আর কোন কাজ বাকী নেই—হাঃ হাঃ হাঃ!

(শ্রীমন্তের প্রস্থান)

রেজাক। এত সহজে বাঙ্‌লা অধিকার হ'য়ে গেল—এ যে স্বপ্নের অতীত!

মানসিংহ। হ'ত না রেজাক, হ'ত না। তিনটে মানসিংহ ও তেরটা রেজাকের মত সেনাপতি একজোট হয়েও বাঙ্‌লা জয় করতে পারত না—যদি না ভবানন্দ মজুমদার আর শ্রীমন্তের মত কুলাঙ্গার বাঙলার মাটিতে জন্মাত!

(যবনিকা পতন)